এ কিউব অফ সুগার

রেজা মির কারিমি
মোহাম্মদ রেজা গোওহারি

মূল ফারসি থেকে অনুবাদ
মুমিত আল রশিদ

ঐতিহ্য

অনুবাদকের কথা

পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার রেজা মির কারিমি ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের যানজান প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। ইরানের প্রথম সারির এই পরিচালক প্রথম থেকেই চলচ্চিত্র নিয়ে বেশ আগ্রহী ছিলেন। শর্টফিল্ম নির্মাণের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করেন। তার উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হচ্ছে– *দোখতার* (Daughter, ২০১৬), *এমরুয* (Today, ২০১৪), *ইয়ে হাব্বে ক্বান্দ* (A Cube of Sugar, ২০১১), *বে হামিন ছা'দেগি* (As Simple as That, ২০০৮), *খেইলি দুর খেইলি নাযদিক* (So Close, So Far, ২০০৫), *ইনজা চেরাগি রোওশান আস্ত* (Here, a Shining Light, ২০০৩), *যিরে নুরে মহ* (Under the Moonlight, ২০০১), The Night Guardian (২০২২), Castle of Dreams (২০১৯), The Child and the Soldier (২০০০), Voice of Silence (২০১৩), Don't Be Tired (২০১৩)। তিনি কান থেকে শুরু করে মস্কো, দিল্লি, গ্রানাডা, কুয়ালালামপুর, বৈরুত, টোকিও ফিল্ম ফ্যাস্টিভ্যালসহ বিশ্বের অসংখ্য দেশের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব থেকে ইরানের জন্য সম্মান বয়ে এনেছেন।

ইয়ে হাব্বে ক্বান্দ চলচ্চিত্রে ইরানি পরিবার প্রথার শেকড় অনুসন্ধানের একটি চিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

দর্শকদের জন্য এটি এমন একটি চলচ্চিত্র, যেখানে প্রতিটি প্রেক্ষাপট সহজ-সরল গল্প হিসেবে প্রতীয়মান হয়। সংলাপের পিঠে সংলাপ, একটির পর একটি ঘটনা দ্রুত ঘটে যাওয়া চলচ্চিত্রটির ভাষা বুঝতে না পারা দর্শকদের জন্য অত্যন্ত কঠিন একটি চলচ্চিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছে। অন্যদিকে ইরানি বিয়ে উৎসব, মৃত্যুশোক, মেহমান আগমনের রীতিনীতি, খাওয়া-দাওয়ার রীতিনীতি সম্পর্কে জানতে চাইলে নিঃসন্দেহে চলচ্চিত্রটি অনবদ্য উপাদেয় হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য। তবে চলচ্চিত্রটির প্রতিটি অংশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে। উপভোগের মানসে নিজেকে দর্শকের আসনে বসাতে হবে। হয়তো সোহরাব সেপেহরি'র কবিতা পাঠ সহজ মনে হতে পারে; কিন্তু এর বিষয়গুলো আমলে নিয়ে আদেশ পালন কঠিন। অনেকেই এই চলচ্চিত্রটি সোহরাব সেপেহরি'র 'ইয়ে হাব্বে ক্বান্দ' (এক টুকরো চিনি) কবিতার সঙ্গে সম্পর্ক করেছেন; অথচ এই চলচ্চিত্রটির সঙ্গে কবিতাটির কোনো সম্পর্ক নেই। এমনটি ধারণা করা পুরোপুরি ভুল হবে বলেও মনে করেন চলচ্চিত্রবোদ্ধারা।

চলচ্চিত্রটি দেখে প্রথমেই যে ধারণাটি বোদ্ধারা পাবেন, সেটি হচ্ছে পরিচালক মির কারিমি বোধহয় সূচনায় একটি সূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার শিরোনাম আমরা দিতে পারি, 'ইরানি পরিবারপ্রথার বর্তমান হালচাল'।

এই ছোট্ট বাক্যটির অনুশীলন আমরা দেখব চলচ্চিত্রটির প্রতিটি বিন্যাসে। বৈশ্বিক পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলি যে পরিচালকের ভাবনায় আচ্ছন্ন ছিল, সেটি পুরোপুরি উপলব্ধি করা যায়। ফলাফলে দেখা যায়, দর্শক কলাকুশলীদের হরেকরকম ছোটখাটো খুনশুটি, গল্প, কৌতুক, হাসি-আনন্দ, দুঃখ-বেদনার ঘটনায় ডুবে যান। ইরানের একান্নবর্তী একটি পরিবারের হরেকরকম মতবিরোধ, রুচিবোধ, নানা দৃষ্টিভঙ্গি, ভর্ৎসনা, গাল-

মন্দ, তিরস্কার, রাগ-অভিমান, সন্ধি, মীমাংসা, কলহ-বিবাদের পর পুনরায় বন্ধুত্ব বা সদ্ভাব; ঐক্য, নানা মতবিরোধের পর একটা পর্যায়ে হতাশ হয়ে এক ছাদের নিচে সবার বসবাস অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হওয়া। কিন্তু একটি দেওয়ালিকার মধ্যে নানা বর্ণ, রং আর উৎসবের ছোঁয়ায় ইরানি পরিবারের প্রথা অনুযায়ী আবার একসঙ্গে বসবাসের নানা প্রতিচ্ছবি চলচ্চিত্রটিকে ইরান দর্শনের অন্যতম স্লোগান হিসেবে ধরা হয়।

বিয়ের একটি আকদ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে একত্রিত হওয়া ইরানি একটি পরিবারের নানা বিচিত্র রূপ রংধনুর ন্যায় বৈচিত্র্যময় করেছে। আকদ অনুষ্ঠানটি একটি বাহানা হিসেবেই প্রতীয়মান হয়। পরিবারের বোনেরা, বোন জামাইগণ ও নাতি-নাতনিগণ বিভিন্ন শহর থেকে এসে মায়ের বাড়িতে উপস্থিত হন। উৎসবমুখর পরিবেশ একটি বাহানা তৈরি করে, যার মাধ্যমে পরিবারগুলোর দীর্ঘদিনের বিচ্ছিন্নতা, রুচিবোধের পরিবর্তন, বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সব মিলনক্ষেত্র যেন পরিবারটির দস্তরখানা। কিন্তু এটিই শুধুমাত্র একটি বাহানা ছিল না; বরং পরিবারটির একজন সদস্যের আকস্মিক মৃত্যুও উৎসুক একটি বাহানা তৈরি করে। যেখানে অসম্পূর্ণ ও ভিন্ন ঘরানার মানুষগুলোও নিজেদের উপলব্ধির চাইতেও উত্তম সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হন।

বাড়ির বড় মামার সবচাইতে পছন্দের হচ্ছে ভাগ্নি পাছান্দে। যদিও পাছান্দের আকদের কথাবার্তা পাকা হয়েছে। বিয়ে উপলক্ষ্যে মামার পুরনো বাড়ির বাগান পাছান্দের চার বোন আর তাদের স্বামী-সন্তানদের আগমনে আনন্দ-উৎসবে মুখরিত হয়ে ওঠে।

ওই এলাকার সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানটির সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়েছে, যে কি না এখন কারবালায় রয়েছে। এই

বিয়েতে মূলত সবার সম্মতি থাকলেও শুধুমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে তাদের মামা।

কাসেম, মামার পরিবারের সন্তান, যে কি না পাছান্দকে বিয়ে করতে আগ্রহী এবং পরস্পরকে তারা ভালোবাসে। কাসেম এখন দেশের আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক আর্মি ট্রেনিংয়ে অন্য একটি শহরে রয়েছে। মূলত এই সময়ে তাকে না জানিয়ে বিয়ের আয়োজন করা হয়।

আকদ অনুষ্ঠানের দিন সকালে, মামা নাশতা খাওয়ার সময় চা পান করতে চাইলেন এবং সে সময়ে একটি চিনির টুকরা তার গলায় আটকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বিয়ের অনুষ্ঠানটি মৃত্যু শোক আর আহাজারি-রোনাজারিতে পরিণত হয়।

বিয়ের অনুষ্ঠানের সকল জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থা মুহূর্তে বদলে যায়। ওইদিন বিকেল বেলা আকস্মিক কাসেম বাড়িতে ফিরে আসে। উৎসবের সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়।

কাসেম বিয়ে অনুষ্ঠানের জাঁকজমকপূর্ণ জিনিসপত্র দেখে সবার কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই বাড়ি থেকে চলে যায়। পাছান্দ ওই সময়ে কালো পোশাক ধারণ করে। সবাই বুঝে ফেলে সে এই বিয়েতে রাজি নয়।

কুরআন তেলাওয়াত শোনা যাবে

নারী কণ্ঠ : ওহ্ বাবা, ওহ্!

(রেডিওতে ভেসে আসা ইংরেজি ভাষা শিক্ষা কোর্স)

নারী কণ্ঠ : অনুশীলন- ২৮

পুরুষ কণ্ঠ : কথোপকথনের সময় হ্যালো না বলে বলা হয়, হাই...

Man : Hi Cary, how are you?

Female : Hi Chails, I'm fine, and you?

Man : Not very well.

Female : Why? what's wrong?

পুরুষ কণ্ঠ : জিজ্ঞেস করেছে, কেন? কী হয়েছে?

Female : I understand now.

পুরুষ কণ্ঠ : দুঃখিত, কিছু বুঝতে পারছি না।

Female : I'm sorry, I don't understand.

Man : Say again.

পুরুষ কণ্ঠ : মন্দ নই।

Man : Not bad.

শামসি : কী করলে পাছান্দ রাজি হবে, বুঝতে পারছি না!

আজাম : চিন্তা করো না বাবা, রাজি হবে। সে তো বাচ্চাদের মতোই, যা বলি তাই মেনে নেয়। জানি না মামা কীভাবে মেনে নিলেন!

শামসি : আম্মাজান মামার কথা খুব ভালোভাবে বোঝেন।

আজাম : হুম।

(বাড়ির ছোট মেয়ে পাছান্দ-এর বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়েছে, আত্মীয়স্বজনরা সবাই আসা শুরু করেছে, মেহমানদের সঙ্গে নানান কথোপকথন)

পাছান্দ : আসছি দাঁড়াও। কী শুরু করলে, আলি!

আজাম : আলি, নিচে নেমে এসো।

আলি : ডা ডা ডা ডা...

পাছান্দ : বন্ধ করো, বন্ধ করো, বন্ধ করো।

আলি : আসসালামু আলাইকুম খালামনি।

রেজা : আসসালামু আলাইকুম খালামনি।

পাছান্দ : ওয়ালাইকুমুস সালাম।

নানি : কোথায় যাচ্ছ? জামাকাপড় ছেড়ে কোথায় চললে! গত বছরের কথা কি মনে নেই তোমার! সাবধানে, গত বারের কথা মনে রেখো।

আলি : সাঁতার শিখব নানি!

নানি : হাউজ নোংরা করবে না কিন্তু!

মারজিয়ে : খালা, তুমি কেমন আছ? আমি সত্যিই তোমার অভাব অনুভব করছিলাম! কত শুকিয়ে গিয়েছ!

নানি : হাউজে ঝাঁপ দিও না! দিও না!

পাছান্দ : আপা, কী খবর?

আজাম : সব ঠিক আছে তো?

জাফর : নতুন বধূ হতে চলেছ! অভিনন্দন! এটি সাবধানে রেখো, যাতে ভাঁজ না ভাঙে। কী যেন ছড়াগান রয়েছে, বলে—রুটি-পনির এনেছি, তোমাদের কন্যাকে সঙ্গে নিয়েছি। রুটি-পনির এনেছি, তোমাদের কন্যাকে সঙ্গে নিয়েছি। আসসালামু আলাইকুম শাশুড়ি আম্মা। (নৃত্যের তালে তালে বেশ কয়েকবার বলছে) আমাদের কন্যাকে দেব না, আমাদের কন্যাকে দেব না (মশকরা করে গাইছে)।

আজাম : জাফর! জাফর! বন্ধ করো! খারাপ দেখাচ্ছে! ওরা কী মনে করবে! বাইরে সবাই দেখছে! আসসালামু আলাইকুম।

জাফর : কেন খারাপ দেখাবে! এই বাড়িতে তো বিয়ে হচ্ছে। শুধু কি বসে বসে কান্না করব! এটি তো বিয়ে বাড়ি, তাই না? এত বেশি তাড়াহুড়ো করে এসেছি যে, সবার আগেই চলে এসেছি।

নাসের : নববধূর কি দুইজন নতুন বরের প্রয়োজন নেই!

মারজিয়ে : এই দুটিকে দেখো!

নাসের : এ তো দেখি আমাদের মারজিয়ে!

শামসি : ভবিষ্যৎ নববধূ!

নাসের : হাসছ কেন! আমরা তোমাদের বাবার পূর্বেই পৌঁছতে পারতাম। কিন্তু গাড়ির চাকা পাংচার হয়ে গেল!

শামসি : মারজিয়ে জান, তোমার আংকেলের কাছ থেকে বাচ্চাটিকে নাও।

নাসের : লাগবে না আংকেল! গাড়ি থেকে ওই স্যুটকেস ও কম্বলটি নিয়ে এসো। ইয়া আল্লাহ!

মা : আসুন জামাই বাবু। জিয়ারত কবুল হোক।

নাসের : শাশুড়ি আম্মা, আসসালামু আলাইকুম। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সময় আল্লাহপাক যেন একসঙ্গে নিতে পারেন।

জাফর : হাজি অগা, আবারো কিন্তু দেরি করে এলেন!

নাসের : আপনি মনে হয় আবারো বিছানা থেকে উঠেই চলে এসেছেন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব? সময়মতো গাড়ির তেল পুড়তে বেশ পছন্দ করেন মনে হয়। (মশকরা করছেন)!

সামিরা : আসসালামু আলাইকুম, মারজিয়ে আন্টি।

মারজিয়ে : আসসালামু আলাইকুম খালা, তোমাদের জন্য মনটা অস্থির হয়ে গিয়েছিল।

মারজিয়ে : আসসালামু আলাইকুম, কী হলো!

মাহনাজ : ওয়ালাইকুমুস সালাম। কিছুই হয়নি। একটু কষ্ট করে তোমার মাকে ডেকে নিয়ে এসো।

মারজিয়ে : আপনি নিজে কেন আসছেন না।

মাহনাজ : কেন! অবশ্যই আসব। তবে পরে। এখন যেন তোমার মা বুঝতে না পারে।

মারজিয়ে : আচ্ছা ঠিক আছে।

মাহনাজ : আমার দিকে তার কোনো খেয়ালই নেই! আমার প্রথমেই তার সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন।

নানি : বাচ্চাদের সামনে কিছু না বলাই উত্তম।

মাহনাজ : হক কথা কেন বলব না!

নানি : যাও তো নানাভাই, মামির কাছ থেকে কয়েকটি কিউব চিনি নিয়ে এসো।

মাহনাজ : আমি তাকে দেখিয়েই ছাড়ব!

মাহনাজ : ওকে কতবার বলেছি। বিয়ের রাত থেকেই শুরু করেছে। একটি দিনও শান্তি পাইনি। সে ভুলে যায় আমি গর্ভবতী। সবসময় মায়ের নিকট অভিযোগ করে! এটি তো একদিক। অন্যদিকে বিয়ের রাতে সে মেশিন দিয়ে পুরো মাথা ছাঁটাই করে ফেলেছে (অভিযোগমিশ্রিত কথাবার্তা)!

মা : আজাম!

আজাম : জি?

নাসের : ইয়া আল্লাহ! দুঃখিত, বাহ্ বাহ্ মাহনাজ খানম!

মাহনাজ : আসসালামু আলাইকুম ।

হাজি অগা : জনাব হামিদকে তো দেখছি না ।

মাহনাজ : আসবে ।

নাসের : বাহ্ বাহ্ মারজিয়ে খানম, মাশাআল্লাহ মায়ের মতো লম্বা হয়ে যাচ্ছ দেখছি!

মারজিয়ে : অনেক অনেক ধন্যবাদ ।

নাসের : বাহ্ বাহ্ দারুণ সুস্বাদু খাবার তৈরি করেছ!

শামসি : কেমন হয়েছে খালা?

মারজিয়ে : মোবাইল ফোন খুঁজে পাচ্ছি না ।

শামসি : তোমার মোবাইল? বাসায় রেখে আসনি তো?

মাহনাজ : তুমি তো ব্যাগের মধ্যে রেখেছিলে, গাড়ির মধ্যেও দেখেছি ।

মারজিয়ে : না, আমি রাখিনি । আমি দেখিওনি ।

আজাম : মামা কেমন আছে?

মা : থালাবাসন ধৌত করো । ভেতরে কে এলো? মাহনাজ নাকি?

বড় বোন : হ্যাঁ, রান্নাঘরে বাচ্চাদের সঙ্গে!

মা : মনে হচ্ছে, মানে কী?

আজাম : কিছুই না ।

জাফর : ওহ ওহ কত কিউব সুগার ভেঙে ভেঙে টুকরো করেছে! মামি, আপনার জামাই মাশাআল্লাহ পারেও!

মা : কাকে বলছ? শ্রবণযন্ত্র নষ্ট, কানে শোনে না, আজামের স্বামী।

মামি : জিয়ারত কবুল হোক।

নানি : সে তো শামস, কোম শহরে বসবাস করে। শামস তাকে কথা দিয়েছে যে, জিয়ারতে নিয়ে যাবে।

জাফর : মামি আপনি বড়ই আজব! কানে শোনেন, আপনার যতটুকু প্রয়োজন, তাই শোনেন।

মামি : চা পান করবে? সবেমাত্র তৈরি করেছি। ঢালব?

মা : জনাব আর্কিটেকচার, মাছুমে গত রাতে ফোন দিয়েছিল। বলল, মাসুদের কঙ্কুর পরীক্ষা আছে! আগামী কাল আসবে। মনে হচ্ছে, আসতে দেরি হবে। সবই মনে হচ্ছে জনাব নাসেরের কাজ। হরমুজকে একটু ফোন দাও।

জাফর : হরমুজ! সে ভুল করছে। শুধুমাত্র একটা ফোন দেব, কান ধরে এখানে নিয়ে আসব!

মামি : এসো, বসো, চা দিচ্ছি।

জাফর : ধন্যবাদ, আর দরকার নেই। সবই তো শুনেছেন। আপনিই তো বলেছিলেন যে, সে আসতে রাজি হয়েছে!

মা : সম্মতি দিয়েছে, কিন্তু গতকাল থেকেই গোসসা করে কিউব চিনি গুঁড়ো করছে!

জাফর : পাছান্দ, পাছান্দ এদিকে শোনো!

পাছান্দ : জি।

মা : ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, ভয় পাচ্ছি, এসে না আবার খারাপ আচরণ করে!

জাফর : আরে বাবা, সবারই নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে! বাদ দাও। চলো রাতের জন্য প্রাকটিস করি, নাকি? বলো তো মা কী চাও? ছেলে নাকি মেয়ে? দুইটি পাত্র ভেঙে কন্যা হওয়ার প্রার্থনা করব, ঠিক আছে? নিজেদের দিকে তাকিয়ে সৌভাগ্যবান ভেবো না। এই মেয়েটির একটি ছেলে সন্তানের প্রয়োজন।

আজাম : নিজেই নিজের প্রশংসা করছো দেখি!

নাসের : জনাব রেজা, আমি ভাঙি আর তুমি সেটি দেখে শেখো।

জাফর : মামি কারবালা গিয়েছে অথচ আমাদের জন্য কিছুই উপহার আনেনি। মানুষও হলো না!

জাফর : আচ্ছা বলো আগে, ডান থেকে ভাঙব নাকি বাম দিক থেকে? বলো।

আজাম : এ, খুব বেশি চালাকি করছো কিন্তু! ডান-বাম কীভাবে ভাঙবে সেটি আলিও ভালো জানে।

নাসের : আমাকে দাও তো ভাই। বললাম তো, কিছুই জানো না। কী করলে নিজেই দেখো!

জাফর : বাবা দেখো, কিছুটা তো ভাঙলাম! ছেলে হবে!

নাসের : মামিজান, মনে আছে? আমার ও হামিদের সময়ও কিন্তু ও নিজেই ভেঙেছিল। আমাদের আশপাশে কন্যাশিশুতে ভরে গিয়েছে!

জাফর : মা-মেয়ে দেখি গল্পে মজেছে! এগুলো আগে কোথায় ছিল? আগে তো দেখিনি!

আজাম : চোখ বন্ধ করে সব বিষয়ে পণ্ডিতি করলে দেখবে কীভাবে? যদি কিউব চিনি না ভেঙে এগুলো ঝুলানোর ব্যবস্থা করতে!

জাফর : আমি তো কিছুই বলিনি। মামা কি ব্যবহার করত নাকি? বন্দুক নিয়ে কোথায় শিকারে যেত?

বোন : দেখো ছেলেকে কত্ত ভালোবাসত!

মা : কিন্তু আমি এটি দেওয়ালে ঝুলাতে চাইলেও সে রাজি নয়।

জাফর : আমাকে দিন, দিন তো।

আজাম : মা, তুমি কি প্রতিবেশীদের দেখাতে চাও!

মা : না বাবা, তাদেরকে কেন দেখাব!

জাফর : দেখুন কত সুন্দর হয়েছে! আমি সব দেখাশোনা করব।

শামসি : জনাব নাসের, জনাব নাসের।

শামসি : আসসালামু আলাইকুম মামাজান, আমাদের অনুমতি দিলে আপনার হাতে চুমু খেতে চাই। দিন না!

মামা : না বাবা দরকার নেই, আমার হাত ভেজা।

নাসের : মামা শুভ হোক, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

মামা : আমাদের সময়ে কেউ যদি আমার জানাজায়ও থাকত, তারপরও মেহমানরা একেবারে সময়মতো পৌঁছে যেত। আর এ তো শুভ বিবাহ!

শামসি : এগুলো তাকে দাও।

নাসের : কোনো ভূমিকা ছাড়াই বলছি।

নাসের : মামা ভালো আছেন?

মামি : রাখো তো ভাই এইসব ভণিতা। অনেক কাজ বাকি আছে।

জাফর : ভায়রা ভাইকে বলো সাহায্য করতে। পোশাক ময়লা হবে না, হা...

শামসি : মামা, আপনাকে সেই জিয়ারতে গিয়েও খুব মনে পড়ছিল।

নাসের : ইমাম আলির মাজারের মধ্যেও আপনার কথা ভাবছিলাম।

মামা : সেখানে পৌঁছতে কতক্ষণ সময় লেগেছিল?

শামসি : জোহরের সময় রওনা দিয়েছিলাম, পরের দিন মধ্যরাতে পৌঁছেছি।

নাসের : দুইদিন।

শামসি : না, হ্যাঁ, দুইদিন।

নাসের : কারবালা থেকে উপহার এনেছি।

শামসি : আমরা আসলে আরো পরে এই জিয়ারতে যেতে চেয়েছিলাম। জনাব নাসের আরো কিছুদিন টাকা-পয়সা জোগাড় করলে তারপর যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সময় না থাকায় গিয়েছিলাম। বাচ্চাদের জন্য মানত করেছিলাম। হঠাৎ চলে গেলাম!।

নাসের : হ্যাঁ, মামা সত্যি বলছে।

শামসি : ইনশাআল্লাহ বিয়ের পরে একসঙ্গে যাব।

নাসের : জি মামা, ইনশাআল্লাহ।

নাসের : এটি দোররে নাজাফের আংটি।

শামসি : জি, আপনি যে হাজির কথা বলেছিলেন, তার কাছে থেকে কিনেছে।

নাসের : না বাবা, কী বলছ!

শামসি : সে নিজেই তো ছিল।

নাসের : ওই আল্লাহর বান্দা ইন্তেকাল করেছেন।

শামসি : না।

নাসের : তার ছেলের নিকট থেকে নিয়েছি।

শামসি : হাজি নাসের সাহেব কোম শহরেও আংটির জন্য হন্য হয়ে খুঁজেছেন!

নানি : মামা, আপনার কি পছন্দ হয়নি?

নাসের : পরের বার অবশ্যই একসঙ্গে যাব।

নাসের : মামা, রাগ করলেন না তো?